রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৩
জেনারেল ওভারভিউ অব দ্যা সূরা	১৭
ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয়	২৫
কী ঘটেছিল আল্লাহর নবি ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে	২৮
সূরার সূচনা কথা	৩৭
ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকাল	৪৭
ইউসুফ (আ.)-এর যৌবন	৬৮
জেলখানায় ইউসুফ (আ.)	৮৮
বাদশার স্বপ্ন দেখা	৯৯
প্রৌঢ় বয়সের কাহিনি	১১২
ভাইদের দ্বিতীয়বার মিশর আগমন	১১৯
পরিবারের সাথে পুনর্মিলন	১৪৩
উপসংহার	১৪৯
লাইফ লেসন	১৫৬

ভূমিকা

কুরআনুল কারিমের অন্যতম একটি সূরা, কালজয়ী উপাখ্যান, সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প— সূরা ইউসুফের সহজ-সরল মর্মবাণী, সংক্ষিপ্ত তাফসির ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন *রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ*। কুরআনের গল্প-কাহিনি আর দশটা গল্প-কাহিনির মতো নয়। কুরআনের গল্পে আছে উপদেশ, উপলব্ধি ও জীবনবোধ। কুরআনের একটা নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি আছে। যেটা একেবারেই অনন্য। আরবি ভাষায় দক্ষ লোকমাত্রই এটা অনুভব করতে পারেন। গল্পে সাধারণত সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ থাকে। কিন্তু কুরআনের গল্প এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। তাই এখানে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—'আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?' কুরআনের সকল গল্পই সত্যাশ্রয়ী, যা মনোজগতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

একটা গল্প কতটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, হতে পারে নান্দনিক, তার বাস্তব প্রমাণ এই সূরা। কানআনের মরুপল্লিতে ছোট্ট ইউসুফ (আ.)-এর বেড়ে ওঠা, শৈশবে ভাইদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অন্ধকূপের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ, পরবর্তী সময়ে মরু কাফেলায় করে দূর মিশরের দাস কেনাবেচার বাজারে বিক্রি, মহামহিমের অপার কৃপায় ঘটনাচক্রে মিশরের রাজপ্রাসাদে বসবাস, ভরা যৌবনের উত্তাল সময়ে নারীর ছলনার শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় কারাবরণ, সেখানেই নবুয়ত লাভ এবং দাওয়াতি মিশনের সূচনা, ধীরে ধীরে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠা, দীর্ঘ কারাজীবন শেষে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া এবং দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে রাজত্বের আসনে আসীন হওয়া, রাজদায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া, কালের বিবর্তনে সময়ের আবর্তনে কানআন থেকে শস্য সংগ্রহের জন্য ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মিশরে আগমন, দীর্ঘ কয়েক যুগ পর ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত নানা ঘটনাপ্রবাহের চমকপ্রদ বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই অনন্য, অসাধারণ সূরাটিতে।

আরবি ভাষার অসাধারণ শব্দবুনন, সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস, উপমা ও রূপকতার যথোপযুক্ত সন্নিবেশ ও আকর্ষণীয় ঘটনাপ্রবাহ সত্যিই সূরাটিকে কুরআনের 'আহসানুল কাসাস' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বা কাহিনির মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দের গাঁথুনি ও প্রাঞ্জল উপস্থাপন এমনভাবে আনা হয়েছে, যেন অলংকারে মূল্যবান পাথরগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সারিবদ্ধভাবে। কথামালা এতই মর্মস্পর্শী যে, তা শুনে ভাষাভিজ্ঞ যেকোনো ব্যক্তিই বিস্মিত না হয়ে পারে না।

এটি এমন একটি কালজয়ী গল্প, যেটির অন্তর্নিহিত শিক্ষা যেকোনো ক্রাইসিস মোমেন্টে আমাদের আত্মাকে করবে প্রশান্ত এবং আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়াবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি। এ সূরায়

কাহিনির প্লটগুলো ছোটো ছোটো করে এমনভাবে একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করা হয়েছে যে, পাঠক সহজেই ঘটনাপরম্পরা মেলাতে পারবেন। বিরক্ত হবেন না মোটেও। থ্রিলার, ট্র্যাজেডি, মিস্ট্রি, হিস্ট্রি সবকিছুর মিশেলে এক অভিনব বর্ণনাশৈলীতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেছেন। ঘটনার বিভিন্ন চরিত্রের প্রকৃত নাম উল্লেখ না করে সেসব চরিত্রের উপাধি, পেশা ও সম্পর্কীয় নাম দিয়ে খুব বিশদে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আল্লাহ তায়ালা কাহিনির বিভিন্ন প্লট সাজিয়েছেন। শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণগুলোতে এক্সট্রা ফোকাস করা হয়েছে। কথামালার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি, টু দ্যা পয়েন্ট কথোপকথন, কাহিনির রোমাঞ্চকর সিকুয়েন্স একটার পর একটা এমনভাবে ভাষার স্রষ্টা আরবি ভাষার গাঁথুনিতে এ সূরায় ফুটিয়ে তুলেছেন—যা বুঝতে, হৃদয়ে ধারণ করতে, মোটিভেশন নিতে সর্বোপরি জীবনের পাঠ সংগ্রহে জুতসই।

গল্পের বাঁকে বাঁকে পাঠকগণ এ সূরায় প্রত্যক্ষ করবেন—প্রতিহিংসার দাবানল কীভাবে রক্তের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করে। বিচ্ছেদ-বিরহ-মিলন—এই তিনের চমকপ্রদ সন্নিবেশ ঘটে কীভাবে জীবনকে পূর্ণতা দেয়। নারীঘটিত চক্রান্ত বা কূটকৌশলের ফলাফল কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যুবক-যুবতিদের চরিত্র হেফাজতের আসমানি মোটিভেশন কী? জীবনসংগ্রামে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে প্রমাণ করে করে সামনে এগোতে হয়, যুক্তি ও প্রজ্ঞার আলোকে দ্বীনের দাওয়াতের নববি কৌশল, যোগ্যদের জন্যই এ পৃথিবীর নেতৃত্ব, ক্ষমার অপরূপ মহিমা এবং সুদীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে এক মহানন্দঘন পুনর্মিলন।

ঘটনাপ্রবাহের নানা দিক যেন আমাদের চারপাশের চেনা জগৎ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হবে, কিন্তু চেনা জিনিসগুলোকে অচেনা করে স্বল্প বাক্যে এমন শৈল্পিক ভঙ্গিমায় কাহিনিটি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রতিটি বিশ্বাসীর হৃদয়ে সূক্ষ্ম দাগ কাটতে বাধ্য। পড়তে এতটুকু বিরক্তি আসবে না। এরপর কী? এরপর কী হতে চলল? ইউসুফ (আ.) কি অন্ধকার কূপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন? জুলাইখা ইউসুফ (আ.)-কে নিজ বিশেষ গোপন কক্ষে ডেকে নিয়ে কেন দরজাগুলোতে তালা লাগিয়েছিল? ইউসুফ (আ.) কি পারবেন তাঁর সহোদর ভাই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রাখতে? এমন একটা কৌতূহলবোধ কাহিনির শেষ অবধি থেকে যাবে, যতক্ষণ না পুরো সূরাটি শেষ করা হয়। এই অনবদ্য সূরাটির সরল মর্মবাণী ও লাইফ লেসন নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস—*রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ*।

কুরআন নিজেই তার অনুপম ভাষাগত সৌন্দর্যের কারণে মহান রব্বুল আলামিনের একটি অনবদ্য মিরাকল। কুরআনের ভাষা আয়ত্ত করার মাধ্যমে সেই মহান স্রষ্টার পাঠানো ম্যাসেজগুলো অনুধাবন সহজ হয় এবং সে অনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করার মাধ্যমে তাঁর সাথে তৈরি হয় এক আবেগী সম্পর্ক। তখন মনে হয় যেন তিনি আমার সমস্যাগুলোর আলোকেই এ কুরআনে সমাধানগুলো দিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তেই যেন তিনি আমার পাশেই আছেন। দেখিয়ে দিচ্ছেন কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে। তাই জানতে হবে—কুরআন আমাদের কী শোনাতে চায়। আসুন ডুব দিই আল্লাহর সুমহান কালামের ছন্দময় দরিয়ায়। কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনির মহাসিন্ধু সেচে মুক্তা কুড়িয়ে আনি। উদ্ধার করি এর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সব রহস্য ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান। আলোকিত করি মন ও মনন।

জেনারেল ওভারভিউ অব দ্যা সূরা

সূরা ইউসুফ কুরআন মাজিদের ১২তম সূরা। এর আয়াতসংখ্যা ১১১টি। এ সূরাটি কুরআনের দুটি পারায় অবস্থিত। ১২ পারায় কিছু অংশ এবং কিছু অংশ ১৩ পারায়। এটি একটি মাক্কি সূরা। মুফাসসিরগণ একমত, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১১১ আয়াতবিশিষ্ট সূরাটিকে আমরা পাঁচটি অংশে ভাগ করতে পারি। শুরুর তিন আয়াত মূল ঘটনার একটি ভূমিকাবিশেষ। শেষের ১০ আয়াত ঘটনার পরিশিষ্ট। আর মাঝের আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকাহিনি।

আয়াত	আলোচনার বিষয়বস্তু
১ থেকে ৩	সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
৪ থেকে ২১	ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব
২২ থেকে ৫৩	ইউসুফ (আ.) কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাসমূহ
৫৪ থেকে ৯৮	পূর্ণ বয়সে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ
৯৯ থেকে ১০১	পরিবারের সাথে পুনর্মিলন
১০২ থেকে ১১১	উপসংহার বা পরিশিষ্ট

সূরা ইউসুফ নাজিলের প্রেক্ষাপট

এ সূরা নাজিলের প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায় :

এক. মক্কার কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করেছিল—'হে মুহাম্মাদ! তুমি যে দাবি করো তোমার কাছে ওহি আসে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তোমার কাছে আমাদের প্রশ্ন—আমরা জানি, বনি ইসরাইল থাকত কানআনে অর্থাৎ, শাম দেশে, যা বর্তমান ফিলিস্তিন ও ইজরাইল সীমান্তে অবস্থিত। তারা মিশরে কীভাবে এলো? এটা যদি তুমি বলতে পারো, তাহলে বুঝব তুমি সত্য নবি।'

আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল—'আমরা জানি, ইউসুফ ও তাঁর পিতা ইয়াকুব ছিলেন কানআনের অধিবাসী অর্থাৎ, শাম দেশের অধিবাসী। আমাদের তুমি বলো, তাঁরা কানআন থেকে মিশরে কীভাবে গেল?'

তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

ইউসুফ (আ.) কীভাবে শাম থেকে কানআনে এবং সেখান থেকে মিশরে গেলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুরো পরিবার কী করে মিশরে পৌঁছাল, কীভাবে হলো মিশরকেন্দ্রিক বনি ইসরাইলের উত্থান—এর সবকিছুর বিবরণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

মূলত তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ ও ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারের প্রকৃত ঘটনা সবিস্তারে ওহি মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে বর্ণনা করে শোনান, যা ছিল রাসূল (সা.)-এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিজা।

দুই. দ্বিতীয় মতটি *সহিহ ইবনে হিব্বান*-এ এসেছে। সাহাবিরা নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—

> 'হে রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি তো আল্লাহর কাছ থেকে অনেক ওহি পেয়ে থাকেন। কুরআনের অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে আপনার ওপর। নাজিল হয়েছে অনেক সূরাও। এ পর্যন্ত নাজিল হওয়া বেশির ভাগ সূরাতেই তাওহিদ, আখিরাত, কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এবং জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। তবে এসব সূরায় ঘটনা খুব একটা নাজিল হয়নি। আপনি আল্লাহর কাছ থেকে যদি চমৎকার কোনো গল্প আমাদের শোনাতেন, তাহলে খুব ভালো লাগত। সাহাবিদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন সূরা ইউসুফ।'

সূরা ইউসুফ নাজিলের সময়কাল

আমরা সূরা ইউসুফ নাজিলের দুটি প্রেক্ষাপট জানলাম। এবার জানব, সূরা ইউসুফ কখন নাজিল হয়েছিল?

মাক্কি জিন্দেগির একেবারে শেষ দিকে যেসব সূরা নাজিল হয়েছিল, তন্মধ্যে সূরা ইউসুফ অন্যতম। রাসূল (সা.)-কে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মাক্কি যুগের শেষ দিকে এ সূরাটি নাজিল হয়।

এ সময়টাতে রাসূল (সা.) মানসিকভাবে খুব বেশি বিপর্যস্ত ছিলেন! কারণ, এ সময়ে তাঁর জীবনে ঘটেছিল তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা, যা সামলে নেওয়া ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর!

এক

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তম চাচা আবু তালিবের ইন্তেকাল। যিনি রাসূল (সা.)-কে মক্কায় রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতেন।

জাহেলি আরবে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কালচার প্রচলিত ছিল। এটিকে তারা 'আমান' নামে অভিহিত করত। গোত্রের কেউ কাউকে আমান বা সুরক্ষা দিলে অন্য সবাই তা মেনে নিত। নিশ্চিত করত তার সুরক্ষা।

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতি তৎপরতা থামানোর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যেহেতু সবাই উঠেপড়ে লেগেছিল, সেহেতু মক্কার সবাই হয়ে পড়েছিল তাঁর ঘোর শত্রু। তাই রাজনৈতিকভাবে তাঁর জীবনের সুরক্ষা ছিল অত্যন্ত জরুরি। নবিজির প্রিয়তম চাচা আবু তালিবই তাঁকে এ রাজনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করতেন। তার মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন রাসূল (সা.)। কষ্টে তাঁর হৃদয়টা হয়ে উঠল ব্যথাতুর; এমনকি মানসিকভাবেও তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন!

দুই

এর কয়েক মাস পরই রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করলেন। তিনি নবিজিকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিতেন। করতেন আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা। মক্কায় রাসূল (সা.) সংকটের সময়ে খাদিজা (রা.) পাথরের মতো শক্ত হয়ে তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলতেন—'খাদিজা আমার দুঃসময়ের সহযাত্রী।' তাই প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর বিদায়ে রাসূল (সা.) মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েন।

এ দুটি বড়ো ঘটনার পর রাসূল (সা.) মক্কায় নিরাপত্তা ঝুঁকি অনুভব করলেন। কারণ, আবু তালিব ও খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর কুরাইশরা অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজের জীবন রক্ষায় হিজরত করে পাড়ি জমিয়েছে আবিসিনিয়ায়। হাতে গোনা অল্প কিছু মুসলমান কেবল থেকে যায় মক্কায়।

তিন

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বাড়তেই থাকে। মক্কার নিরাপদ নগরী নবিজির জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠতে থাকে প্রতিনিয়ত। তিনি একটু আশ্রয়ের জন্য মক্কার পার্শ্ববর্তী তায়েফ শহরকে বেছে নেন। তাওহিদের বাণী পৌঁছে দিতে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তিনি পাড়ি জমান তায়েফে।

তায়েফের লোকজন আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে সাদরে গ্রহণ করেনি। তারা তাঁর দাওয়াতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ সময় বেশ কয়েকটি স্থানে তিনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। প্রস্তরাঘাতে তাঁর গা থেকে ঝরে পড়ে টকটকে লাল তাজা রক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ থেকে আবারও মক্কায় ফিরে আসেন।

মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তিন তিনটি বড়ো ঘটনা ঘটেছে। এক. আবু তালিবের ইন্তেকাল। ফলে মক্কায় তিনি আর রাজনৈতিক সুরক্ষা পাচ্ছেন না। দুই. প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল। ফলে মানসিকভাবে শক্তি জোগানোর আর কাউকে পাচ্ছেন না তিনি। তিন. তায়েফে গিয়েও ফিরে আসতে হলো তায়েফবাসীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও নির্যাতিত হয়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই দুর্দশার সময়ে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতে, মনে সাহস জোগাতে, তাঁকে মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত করে তুলতে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করেন, যাতে সূরা ইউসুফের ঘটনা শুনে তিনি মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সেইসাথে তাঁর মনোবলও বৃদ্ধি পায়।

ইউসুফ (আ.) যেভাবে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় কানআন থেকে মিশরে গিয়েছিলেন—দাস থেকে হয়েছিলেন রাজা। অন্ধকূপ থেকে হয়েছিলেন প্রাসাদের অধিকারী। তাঁকে এসবের অধিকারী করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা। এ ঘটনা শুনে নবিজি আশ্বস্ত হলেন। মানসিকভাবে স্বস্তি পেতে লাগলেন। পুনরায় দাওয়াতি মিশনে মনোনিবেশ করলেন নবোদ্যমে।

সূরা ইউসুফের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

সূরা ইউসুফে মূলত ইউসুফ (আ.)-এর হৃদয়ছোঁয়া সংগ্রামী জীবন আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন তথা তিনি কোত্থেকে কোথায় মাইগ্রেট করেছেন? তাঁর পুরো জীবনপরিক্রমাতে কী কী ঘটেছে—এসব নিয়েই মূলত আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফে আলোচনা করেছেন। অতএব, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর বর্ণাঢ্য জীবনপরিক্রমা।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সূরা ইউসুফ ছাড়া অন্য কোনো সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিয়ে সামান্য আলোচনাও করেননি। কেবল সূরা আনআম ও সূরা গাফিরে একবার করে আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা আলোকপাত করেননি। আমরা যদি মুসা (আ.)-এর ঘটনা দেখি, বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথা আলোচনা করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনাও আলোচিত হয়েছে অনেক সূরায়। নুহ (আ.)-এর ঘটনা একাধিক সূরায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে শুধুই সূরা ইউসুফে।

তা ছাড়া কোনো নবির জীবনী আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও বর্ণনা করেননি। আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাব, সূরা ত্ব-হায় দীর্ঘ ৬ থেকে ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী আল্লাহ তায়ালা নবি মুসা (আ.)-এর জীবনী আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করেননি। আলোচনা শুরু করেছেন তাঁর যৌবনকাল দিয়ে। মাদায়েন থেকে তাঁর মিশর যাত্রার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সূরা ইউসুফ এর ব্যতিক্রম। এতে আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন থেকে নিয়ে বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন আলোচনা করেছেন পর্যায়ক্রমিকভাবে। এতে ধারাবাহিকতা মোটেই ছিন্ন হয়নি।

পুরো সূরাটি পড়লে আমরা জানব, কতটা চমৎকার করে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ সূরাটি কুরআন মাজিদের একটি ইউনিক সূরা। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, এ সূরাটিতে তিনি সুন্দরতম ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

কুরআনে যত ঘটনা ও কাহিনি আছে, সবকিছুকে হার মানিয়ে দেয় ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা। একটা গল্প, একটা কাহিনি যে কত অনবদ্য হতে পারে! একটা স্টোরি যে কত নান্দনিক হতে পারে! হতে পারে কত অনন্য! অর্থ বুঝে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত না করলে তা কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়।

আমরা আমাদের জীবনে কত উপন্যাস, ছোটোগল্প, ফিকশন কিংবা নন-ফিকশন পড়েছি; হুমায়ূন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়রসহ আরও কত সাহিত্যিকের কল্পলোকে ডুব দিয়েছি, শুনেছি আরব্য রজনির সিন্দাবাদ আর আলিফ লায়লার রোমাঞ্চকর কাহিনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—পৃথিবীতে যত গল্প আর কাহিনি হতে পারে, এটা হচ্ছে তন্মধ্যে সবচে সুন্দর কাহিনি, পৃথিবীর সব গল্প-কাহিনিকে যা হার মানায়।

যত বাহারি রকমের গল্প, কাহিনি, উপাখ্যান ও উপন্যাস হতে পারে, সবকিছুকেই হার মানিয়েছে কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা। আমরা যদি অন্তরের কান দিয়ে শুনি, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি আর মনোযোগ নিবদ্ধ করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি, তাহলে ঠিকই অনুধাবন করতে পারব কেন আল্লাহ তায়ালা এ সূরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি বলে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার মাধ্যমে আমাদের শেখাতে চাচ্ছেন, যদি আল্লাহ কারও সম্মান বাড়াতে চান, তাহলে যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো পরিস্থিতিতে তিনি তা করতে সক্ষম। যত অন্ধকার ও কঠিন পরিস্থিতিতেই আপনি থাকুন না কেন, সেখানেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহের দরজা খুলে দিতে পারেন। পাঠাতে পারেন অদৃশ্য সাহায্য।

কাহিনির সারমর্ম

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, সূরা ইউসুফের ১১১টি আয়াতে আল্লাহ কী বলেছেন, তা আমাকে এককথায় বলুন। আমি বলব—'অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় ইউসুফ (আ.) কীভাবে অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত হলেন, সে কাহিনি বলেছেন। সুবহানআল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অন্ধকূপে ফেলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সে কূপ থেকে তুলে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। মরুভূমিতে যে কূপের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের কথা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আসেন মিশরের রাজপ্রাসাদে। সেখানে আজিজে মিশরের তত্ত্বাবধানে তাঁকে প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, তাঁকে প্রথমে মিশরের বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হলেও তাঁর ছিল দাসের জীবন। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছেন। মূলত এটিই হচ্ছে সূরা ইউসুফের সংক্ষিপ্তসার। আর মাঝখানে ঘটে যায় নানা ঘটনাপ্রবাহ।

অথবা সংক্ষেপে ইউসুফ (আ.)-এর পুরো ঘটনার সারমর্ম এভাবেও পেশ করা যায়—'একটি স্বপ্ন ও এর বাস্তবায়ন।' ইউসুফ (আ.) ছোটোবেলায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছোট্ট ইউসুফ একদিন তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে এসে বলল—'হে পিতা! আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।' এ কথা শুনে ইয়াকুব (আ.) তো অবাক। ছেলে বলে কি! অবশ্য মনে মনে তিনি আনন্দিতও হলেন।

তিনি ইউসুফের দেখা স্বপ্নকে একটি সত্য স্বপ্ন হিসেবে গণ্য করেছিলেন। একই সাথে এটাও উপলব্ধি করেছিলেন, ইউসুফের জীবনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। সেজন্য তাঁর জীবনে নেমে আসতে পারে কঠিন পরীক্ষা। বাস্তবেও হয়েছিল তা-ই। সবশেষে ইউসুফ (আ.)-

এর ভাইয়েরা, তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর বিমাতা যখন মিশরে এসে পৌঁছাল, তখন সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই তাঁরা সবাই ইউসুফ (আ.)-কে আনুগত্য বা সম্মানের সিজদা করেছিল। যেমনটি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে—'আর ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইউসুফ : ১০০)

আমরা তাফসির অংশে এই স্বপ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয়

ইউসুফ (আ.) হলেন ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র। জন্ম ইরাকের হাররানে, শৈশব কাটে কানআনে এবং কৈশোর থেকে বাকি জীবন মিশরে। তিনটি বিশেষ গুণ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়েছিলেন।

এক. সুশ্রী অবয়বের অধিকারী

ইউসুফ (আ.) দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। খুবই চমৎকার চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। এমন সুশ্রী অবয়বের অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন মিরাজের রাতে এক আসমান পার হয়ে আরেক আসমানে যাচ্ছিলেন; প্রত্যেক আসমানেই সাক্ষাৎ হচ্ছিল কোনো না কোনো নবির সাথে। তৃতীয় আসমানে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ পান। মিরাজ থেকে ফিরে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে তিনি সাহাবিদের বললেন—

إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ-

'সৌন্দর্যের অর্ধেকটা যেন ইউসুফ (আ.)-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (সহিহ মুসলিম : ৪২৯)

এ পৃথিবীতে মানুষকে যত সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে, তার অর্ধেক সৌন্দর্য আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে একাই দান করেছেন। আল্লাহু আকবার! সুবহানআল্লাহি ওয়াবিহামদিহি!

তিনি কতটা সুন্দর ছিলেন—এই হাদিস থেকেই সেটা অনুমেয়। তা ছাড়া আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলাইখা যখন ইউসুফ (আ.) ও তাকে নিয়ে মিশরের অভিজাত নারীদের কানাঘুষা ও সমালোচনার কথা শুনল, তখন সে তাদের ডেকে পাঠায়। সে তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করে এবং তাদের প্রত্যেককে (ফল কাটার জন্য) একটি করে ছুরি দেয়। তারপর সে ইউসুফকে বলল— 'তাদের সামনে বের হও।' এরপর তারা যখন তাঁকে দেখল, তখন (তাঁর সৌন্দর্যে) অভিভূত হয়ে ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল—'আশ্চর্য আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা!'

দুই. স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী

আল্লাহ তায়ালা নিজে ইউসুফ (আ.)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে সব নবি-রাসূলের চেয়ে ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন ইউসুফ (আ.)। সূরা ইউসুফের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ-

'(হে ইউসুফ! এভাবে তোমার প্রতিপালক) তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।'

তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত কয়েকটি স্টোরি আমরা সূরা ইউসুফে দেখতে পাই। সেগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি কত চমৎকারভাবে ঘটনার মর্মে পৌঁছে যেতেন। অসাধারণভাবে ঘটনার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য বের করে আনতেন। স্বপ্ন শুনে এটার এক্সপ্লেইনেশন কী হবে, তাঁর সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি হাজির করতে পারতেন। এটা হচ্ছে তাঁর একটা স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট।

তিন. আল-কারিম

ইউসুফ (আ.) সাধারণ কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে নবিজি বলেছেন—

اَلْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ-

'তিনি হচ্ছেন কারিম ইবনে কারিম ইবনে কারিম ইবনে কারিম। অর্থাৎ, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম।' (সহিহ বুখারি : ৪৬৮৮)

কারিম হচ্ছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) নিজে ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একজন নবি, যা সর্বোচ্চ সম্মানের পরিচায়ক। তেমনই তাঁর বাবা ইয়াকুব (আ.), দাদা ইসহাক (আ.) ও পরদাদা ইবরাহিম (আ.)-ও নবি ছিলেন। ফলে তাঁরাও ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এজন্য তাঁদের 'কারিম ইবনে কারিম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।